দর্শনায় কেরুজ সবুজ সংগঠনের কর্মী সমাবেশ

দর্শনায় কেরুজ সবুজ সংগঠনের উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ, র্যালি ও মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে সবুজ সংগঠনের কার্যালয়ে এ কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের কর্ণধর ফিরোজ আহম্মেদ সবুজের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেরু মিল হাউজের ফোরম্যান রবিউল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ বলেন, “আগামী নির্বাচন গঠনতন্ত্র ও নিয়ম অনুযায়ী হবে। তাই কোনো ধরনের বিভ্রান্তিতে কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যে যাই বলুক আপনারা স্থির থাকবেন। নির্বাচন পিন্স তৈয়ব আলী বন্ধ করেছে, তারা বন্ধ করে এখন নিজেরাই নাটক সাজাচ্ছে।”

সমাবেশে বক্তব্য দেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাফিজ। তিনি বলেন, “সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্সের চাকরি রয়েছে মাত্র দুই মাস। তাই সে যার-তার নামে আবোল-তাবোল কথা বলছে।”

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, আবু সাঈদ, বাবর আলী, ইসমাইল হোসেন, হুন্ডুরাস বাবু, রবিউল ইসলাম সুমন, ডিস্টিলারি ফোরম্যান সিদ্দিক, মাজেদুর রহমান ডাবলু, মানিক, সেলিম, মান্নান, বদিয়ার রহমান, আবু সাঈদ রতনসহ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০-৪০০ নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে এলাকা উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিডিএর সাবেক মেম্বার হারিজুল ইসলাম। সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রাসেল উদ্দীন টগর।

দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের

কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলে পকেট কমিটি ও অছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুতুল দাহ করেছে কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা কমিটি গঠনকারীদের কুশপুতুল দাহ করেন। তারা অভিযোগ করেন, নিয়মিত ছাত্রদের বাদ দিয়ে পকেট কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এ কমিটি বাতিল না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পকেট কমিটি দিয়ে ছাত্ররাজনীতি চলতে পারে না।
তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শোয়েব আক্তার, আসিফ হাসান, সাফায়েত জামাল পাপ্পু, নাফিজ ইকবাল খান, অমিন, ইমন, রুপন, উৎসব, আরমান, সিদাত, শিবলী, আনারুন, আফ্রিদি, তৌহিদ, রমজানসহ দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী।

দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটারের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটারের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাটি গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সাজ্জাদ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং নিবার্হী সদস্য আওয়াল হোসেন এর সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়।

সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনিবার্ণ

থিয়েটারের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও নাট্য কর্মশালা, নতুন নাটকের রিহার্সেল এবং বছরের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সভায় মতামত প্রদান করেন অনিবার্ণ থিয়েটারের অর্থ সম্পাদক কবিরুল ইসলাম লিপু, প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহ, আশানুর রহমান পলাশ, পপি, আজাদুল ইসলাম মিলন, হাবিবুর রহমান (ইদু), ববি, পূর্বা, রেশী, ফাইম আহম্মেদসহ মোট ২৫ জন সদস্য।

দর্শনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতার জন্য দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যর জন্য দর্শনা পৌর বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাহফিলটি দর্শনা পৌর বিএনপির একটি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা মালেক মন্ডল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক দর্শনা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন দেশের মা, যিনি বিগত সরকারের নানা অত্যাচারের স্বীকার হয়েও দেশের মানুষের কথা ভেবে দেশ ত্যাগ করেননি। তিনি ব্যক্তিগত কষ্ট ও নিযার্তনের মধ্যেও দেশের জন্য অদম্য নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছেন।

দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম নুরুল ইসলাম। এছাড়া পৌর এলাকার বিভিন্ন মসজিদেও বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়েছে।

এসময় মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন যুবদলের নেত্রী, বিএনপির আব্দুল জলিল, শাহাজাহান আলী, আরিফ, রবিউল ইসলাম হেবা এবং অসংখ্য নেতা ও

কর্মী। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাবেক ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

৩য় দিনের আন্দোলনে দর্শনা কেরুজ শ্রমিকদের ৯ ঘন্টা অবরুদ্ধ

দর্শনা কেরুজে টানা তৃতীয় দিনের আন্দোলনে শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানসহ ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কর্তাদের ৯ ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ করে রাখে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত শ্রমিকরা এমডি রাব্বিক হাসানসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের অফিসে আটকে রাখে। পরে সেনাবাহিনী ও দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদের সহায়তায় তারা অফিস ত্যাগ করেন।

এ সময় এমডি রাব্বিক হাসান বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি, তবে আগামী রবিবার সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে বলে তিনি শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেন। ঘটনার পর কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। এটি আমাদের যৌক্তিক দাবি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এমডি রাব্বিক হাসান হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় মানছেন না এবং নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন।

দেশের ঐতিহ্যবাহী চিনিকল দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ থাকা শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের দাবিতে শ্রমিকরা লাগাতার বিক্ষোভ, সমাবেশ, অবরোধ ও অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছরের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন একজন শ্রমিক নেতার বদলিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত

পরিস্থিতির কারণে ১১ মার্চ নির্বাহী আদেশে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে শ্রমিকপক্ষ হাইকোর্টে রিট করেন এবং আদালত নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন। শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও কয়েক দফা কেরু পরিদর্শন করে নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ আছে বলে মত দেন।

তবুও প্রায় এক বছর নির্বাচন না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং গত কয়েকদিন ধরে তারা ধারাবাহিক আন্দোলনে নেমেছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তারা এমডিকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এমডি রাব্বিক হাসান বলেন, নির্বাচন বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেব না। সদর দপ্তরকে অবহিত করেছি, তারা যা সিদ্ধান্ত দেবে আমি তা অনুসরণ করব।

আন্দোলনে অংশ নেন সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমানসহ ২-৩ শ’ নেতা-কর্মী।

যে প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্ভব নয়, তা দেব না

ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। গতকাল বুধবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ১০টি স্থানে পথসভা করেন তিনি। এসময় বাবু খান এ কথা বলেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না। যেমন বেহেশতের টিকিট দেওয়া। এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না। কারণ আমরা জানি, এখানে যারা নেতারা আছেন, আমিসহ আমার কর্মী-সমর্থক এবং আপনারাও অনেকেই জানেন এটা পালন করা সম্ভব না। আমরা ওই প্রতিশ্রুতি দেব না। আমরা কী প্রতিশ্রুতি দেব?… আপনার সন্তান লেখাপড়া শেষ করলে বেকার থাকবে না এই প্রতিশ্রুতি

আমরা দেব। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দেব যে এখানে অনেক দিন ধরে হাসপাতাল হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, তবে হয়নি। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখানে যাতে ৫০ শয্যার হাসপাতাল করা যায় সেই উদ্যোগ আমরা নেব। এছাড়া রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করব। আমরা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও কাজ করব।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী আরও বলেন, যতগুলো কৃষি প্রধান জেলা আছে, তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা অন্যতম। এখানে শুধু ধান, পাট, ভুট্টা, আখ এসব সাধারণ ফসলই হয় না; হয় ব্যতিক্রমী ফসলও। ফুলের চাষ হয়, ফলের চাষ হয়। পেয়ারা তো আমাদের কাছে পুরোনো বিষয়। এখন কমলা, মাল্টা, ড্রাগন, স্ট্রবেরি এমনকি আঙুরেরও চাষ হচ্ছে। এটা সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার ফল। অন্য কোনো জেলায় এভাবে হয় না। এটাকে আরও উন্নত করতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গায় পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে, উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এসময় বিএনপির ৩১ দফার প্রসঙ্গ টেনে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বাংলাদেশের মানুষের যা যা প্রয়োজন সবই বিএনপির ৩১ দফার মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি এমন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় আসে যা ৩১ দফার মধ্যে নেই সেটিও যোগ করা হবে। বিএনপি জনগণের কথা ভাবে। জনগণের কথা ভাবার কারণেই আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েও কখনো পিছিয়ে যাননি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন, সহসভাপতি আব্দার আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আশাবুল হক, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, বিএনপি নেতা মো. জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

স্লোগান দিতে থাকে। এমডির কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দেও।নির্বাচন না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

গত সোমবার রাত থেকেই কেরু ক্যাম্পাসজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া এবং নেতৃত্ব সংকটের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।

বর্তমানে কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় রক্তক্ষয়ীর সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এ ঘটনায় দর্শনা কেরুজ ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি সব কিছু সদর দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি। তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি আন্দোলনকৃত শ্রমিকদের জানাবো। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদ বলেন, আমরা সব সময় আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যা যা দরকার আমরা তাই করবো।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানলে আবার সকাল ১০ টা থেকে লাগাতার কর্মসূচী দেওয়া হবে।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশের ঐতিহ্যবাহী চিনিকল দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি’র প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ থাকা শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবরোধ এবং অবস্থান ধর্মঘট চলছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭ টা থেকে চলমান এসকল কর্মসূচির মধ্যে বেলা ১০ টা থেকে মিলের জেনারেল অফিসের সামনে কয়েক’শ শ্রমিক অবস্থান নিয়ে চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রায় ৭ ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদকে সাথে নিয়ে তিনি নিচে আসেন। পরে এমডি

রাব্বিক হাসান বলেন, আমি আপনাদের নির্বাচন যাতে হয় সে ব্যাপারে কথা বলছি। যত দ্রুত সম্ভব আমি সবার সাথে কথা বলে নির্বাচন দেওয়ার চেষ্টা করবো।

এসময় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কেরু চিনিকলের শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স সহ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা।

একপর্যায়ে আন্দোলন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিবাদমান শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। উপস্থিত পুলিশ ও সেনাসদস্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

উল্লেখ্য একজন শ্রমিক নেতাকে অন্য চিনিকলে বদলীকে কেন্দ্র করে চিনিকলের পরিবেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। যার ফলে গতবছরের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ১১ মার্চ কেরু কর্তৃপক্ষ এক নির্বাহী আদেশে বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর নির্বাচনের দাবিতে হাইকোর্টের রিট করেন শ্রমিক পক্ষ। পরে নির্বাচনের পক্ষে হাইকোর্টের আদেশ এবং শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কয়েকবার কেরুতে এসে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মতামত দিয়ে যান। এর পরেও প্রায় একবছর ধরে নির্বাচন না হওয়ায় এখানকার শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এর ফলশ্রুতিতে গত কয়েকদিন ধরে তারা লাগাতার আন্দোলন-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আসছেন।

শ্রমিকরা বেলা ১০ টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত কেরু জেনারেল অফিসের সামনে অবস্থান নেয়। দাবী না মানা পর্যন্ত ব্যাবস্থাপককে অবরুদ্ধ করে রাখে শ্রমিকরা। এ অবরুদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে কেরু এ্যান্ড কোম্পনীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি নির্বাচনের বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পনীর সদর দপ্তরকে আবহতি করেছি, তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি সে সিদ্ধান্ত দিব।

এ বিষয়ে সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা আমাদের কর্মসূচী চালিয়ে যাবো।

দর্শনায় ১৯ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরি, মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

দর্শনা আমতলাপাড়ায় ঘরের গ্রীল কেটে ও তালা ভেঙে ১৯ ভরি স্বর্ণ ও ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত ইউসুফ আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ব্রোঞ্জের ওপর স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া একটি চুরি উদ্ধার করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুলতান মাহমুদ জানান, সোমবার সকালে এসআই ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দামুড়হুদার চিৎলা গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে ইউসুফ আলীকে গ্রেফতার করে। তিনি দর্শনা আজিমপুর এলাকার আব্দুল বারেকের ছেলে।

এ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর আগে আজিমপুর গ্রামের ইসলামকে (৪৫) ভেড়ামারায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন বিশ্বাস (৩৭) ও অর্ণব কুমার সোহাগের (২৩) কাছে চোরাই স্বর্ণ বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলে মামলার অগ্রগতিতে জড়িত আরও ৯ জনকে পুলিশ পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন হারুন রশিদের ছেলে অন্তর (৩০), শফিউদ্দিনের ছেলে রিয়াদ (১৭), চায়না খাতুন (২৫), তার স্বামী লিয়াকত আলী, আমিন ওরফে সম্রাট (৪৫)

রিয়াদ হোসেনসহ (৩৭) মোট ১০ জন।

বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছেন ইউসুফ আলী, ইসলাম (৪৩), আল আমিন ওরফে সম্রাট, চায়না খাতুন, রিয়াদ হোসেন ও আনিছ। বাকিরা জামিনে মুক্ত।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর ২০২৫ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে মঞ্জু রাণী ঘোষের বাড়ির গ্রীল ও তালা ভেঙে ১৯ ভরি স্বর্ণ ও ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরি হয়। পরদিন ১৫ অক্টোবর তিনি দর্শনা থানায় মামলা করেন, মামলা নং ০৯।

[redacted]

[redacted]